দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JAN 13 1999
পৃষ্ঠা ৭? কলাম ৮

৪০

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

এ ধৃষ্টতার উৎস কোথায়

মূর্তির ছবির নীচে পবিত্র কোরআনের আয়াতবিশিষ্ট ইসলামী বিশ্বঃ মনোগ্রাম

ইঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতী পূজা উদযাপন কমিটির আমন্ত্রণপত্রে মূর্তির ছবির নীচে পবিত্র আল-কোরআনের আয়াত সম্বলিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম প্রকাশিত হওয়ায় ক্যাম্পাস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সোচ্চার দাবী উঠেছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের। পবিত্র রমজান মাসে এ ঘটনা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরম আঘাত হেনেছে। সে সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজও ক্ষুন্ন হয়েছে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামটি দাওয়াতপত্রের নীচে ছাপা হয়েছে। মনোগ্রামটির মধ্যে পবিত্র আল-কোরআনের সূরা আল-ইমরানের ১৯. নং আয়াত “ইন্নাদদ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম” সংযোজিত রয়েছে। যার অর্থ “নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম”। এই মনোগ্রামটিই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে— যা একটি পৃথক সত্তার পরিচয় বহন করে। তা সত্ত্বেও মনোগ্রামটি কেন আমন্ত্রণপত্রের নীচে স্থান পেল তা নিয়ে সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিগত কয়েক বছর যাবত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে সরস্বতী পূজা উদযাপন করে আসছে। কিন্তু ইতিপূর্বে এ ধরনের ধৃষ্টতার কোন নজির দেখা যায়নি। আগামী ২২ জানুয়ারী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে পূজা উদযাপন কমিটির কাউকে পাওয়া যায়নি। পূজা উদযাপন কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভিসি প্রফেসর মোঃ কায়েস উদ্দিন এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর এবং ছাত্র উপদেষ্টার নাম রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রক্টর রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ জানান, আমি শুধুমাত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছি তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কোন ভূমিকা পালন করিনি। কোন সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ব্যবহার করতে চাইলে প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি নেয়ার বিধান রয়েছে। পূজা উদযাপন কমিটি কর্তৃপক্ষের নিকট হতে এ জাতীয় কোন মৌখিক কিংবা লিখিত অনুমোদন নেয়নি, বলে উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) ডঃ মোঃ মসলেম উদ্দিন জানান। তাহলে কারা দেখালো এ সীমাহীন ধৃষ্টতা? এর উৎস কোথায়? বিষয়টির অতিসত্বর সুরাহা হওয়া প্রয়োজন বলে সচেতন মহল মনে করেন।